রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২৭, ২০১৭

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**
**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

**প্রজ্ঞাপন**

ঢাকা, ১২ শ্রাবণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৭ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.২০৮–বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, সাবেক জাতীয় সংসদ-সদস্য, প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ইসহাক মিঞা ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

২। জনাব মোঃ ইসহাক মিঞার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অবিস্মরণীয় অবদান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ ও তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৯ শ্রাবণ ১৪২৪/২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব


**মূল্য ঃ** টাকা ৪.০০

## মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

০৯ শ্রাবণ ১৪২৪
ঢাকা: ----------
২৪ জুলাই ২০১৭

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, সাবেক জাতীয় সংসদ-সদস্য, প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ইসহাক মিঞা ২৪ জুলাই ২০১৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

মোঃ ইসহাক মিঞা ১৯৩২ সালের ১ মে তারিখে চট্টগ্রাম শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও অবিচল আস্থা। বঙ্গবন্ধুর এই ঘনিষ্ঠ সহচর বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক হিসাবে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে জনাব ইসহাক মিঞা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম-০৭ নির্বাচনী এলাকা থেকে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং ১৯৮৬ সালে চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১০ আসনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতিসহ বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে সততা, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা ও দক্ষতার সঙ্গে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এ ছাড়া আজীবন তিনি সামাজিক ও জনহিতৈষী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে জনাব ইসহাক মিঞা আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। কীর্তিমান এই রাজনীতিবিদের মূল লক্ষ্য ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ। বঙ্গবন্ধুর প্রতি চির-অনুগত ও তাঁর স্নেহধন্য বিশিষ্ট এই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদের মৃত্যুতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব মোঃ ইসহাক মিঞার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অবিস্মরণীয় অবদান শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ এবং তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। মন্ত্রিসভা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd